তারিখ ... 24 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

সংবাদ

রাজধানীর ৭ সরকারি কলেজে

জটিলতায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অধিভুক্ত হওয়া রাজধানীর ৭টি সরকারি কলেজের প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কলেজগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থী জাবির অধীনে লিখিত পরীক্ষা দিয়ে এখন মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীনে। এছাড়াও ঢাবির অধীনে যাওয়ায় এখন ওই ৭টি কলেজের অনার্স ও মাস্টার্সের সিলেবাস, শ্রেণী কার্যক্রমসহ একাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আসবে। এসব কারণে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা উৎকণ্ঠায় রয়েছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ৭টি কলেজ ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতার কারণে সরকারি কলেজগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। এতে অধিভুক্তকৃত কলেজের সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের বরাত দিয়ে ঢাকা

জটিলতায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জটিলতায় : ৮০ হাজার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজের দু'জন শিক্ষক জানান, বেশ কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা হয়েছে জাবির অধীনে, কিন্তু তাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা এখনও হয়নি। এই অবস্থায় কলেজ চলে যায় ঢাবির অধীনে। এখন ঢাবির অধীনে ওইসব পরীক্ষা কবে, কখন ও কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে কলেজগুলো কিছুই বলতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

শিক্ষকরা আরও জানায়, জাবি কর্তৃপক্ষ বলছে- তারা অধিভুক্ত কলেজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আর ঢাবি কর্তৃপক্ষ বলছেন- এ সিদ্ধান্ত কলেজগুলো জানাবে। অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাবিকে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু জানাতে পারছে না।

সম্প্রতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৭টি কলেজের শিক্ষার্থী। এরমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় জাবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদিউজ্জামান গ্রেফতার হলে মাস্টার্স চূড়ান্ত বর্ষের সব পরীক্ষা স্থগিত করে জাবি।

এ বিষয়ে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সাত কলেজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ১ এপ্রিল জানানো হবে। ওইদিন ৭টি কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হবে। সেখানে সবার মতামতের ভিত্তিতে পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার আলোকে প্রথম পর্যায়ে সরকার ঢাকার সাতটি সরকারি কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করে। কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি কলেজ ও মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ।

এদিকে জাবির ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের জানান, এবার স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষেই জাবির আওতায় প্রায় ২২ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চূড়ান্ত বর্ষে আরও ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থী জাবির অধীনে বিভিন্ন বর্ষে ফি পরিশোধ করে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। এদের অনেকে এক বা একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েও পরের বর্ষে প্রমোশন পেয়ে ভর্তি হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে ১৯৯২ সালের আইন ও বিধি অনুযায়ী। জাবির নিয়ম অনুযায়ী, চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার আগে পূর্বের বর্ষের অনুত্তীর্ণ বিষয়গুলোতে উত্তীর্ণ না হলে ফলাফল স্থগিত থাকে। এজন্য যারা একাধিক বর্ষে একাধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে তারা এখন কোন সিলেবাসে, কোথায়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (ঢাবি না জাবি) পরীক্ষা দেবে তা নিয়ে বিপাকে শিক্ষার্থীরা।

এসব জটিলতা নিরসনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে সম্প্রতি ঢাবি ও জাবি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো ইউজিসির এক চিঠিতে বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আওতাধীন সরকারি কলেজ সমূহকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিভুক্ত করা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আলোকেই ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত ৭টি সরকারি কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোন বিধি-বিধান সংশোধন করার প্রয়োজন হলে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করার জন্য জাবি ও ঢাবির উপাচার্যকে অনুরোধ করা হয়।